Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

শিব্বির মাহমুদ রচিত 'জীবনের পাতা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানে অতিথিরা ■ নয়া দিগন্ত

'জীবনের পাতা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে ভিসি

ডাকসু শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় এটি জাতীয় বিষয়

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে জটিলতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবার বিশ্ববিদ্যালয়। ডাকসু শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় নয়, এটি এক অর্থে জাতীয় বিষয়। কোনো না কোনোভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপনাদের সবার একটি মমত্ববোধ আছে। আমরা সবাই মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে চাই।

গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী হলে দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশনের চেয়ারম্যান শিব্বির মাহমুদের আত্মজীবনীমূলক বই 'জীবনের পাতা'র প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ■ ১৫ পৃ: ৫-এর কলামে

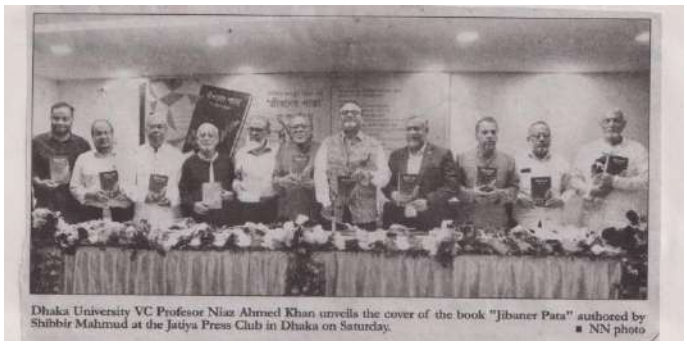

The New Nation

Dhaka University VC Profesor Niaz Ahmed Khan unveils the cover of the book "Jibaner Pata" authored by Shibbir Mahmud at the Jatiya Press Club in Dhaka on Saturday. ■ NN photo

আমার দেশ

জাতীয় প্রেস ক্লাবে শনিবার শিব্বির মাহমুদ রচিত 'জীবনের পাতা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অতিথিরা ©আমার দেশ

শিব্বির মাহমুদের 'জীবনের পাতা' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার

দৈনিক নয়া দিগন্তের চেয়ারম্যান শিব্বির মাহমুদ রচিত 'জীবনের পাতা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রকাশনা উৎসবে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।

The Financial Express

7,100 teachers, students, edn instts to get special grants

The government is set to allocate a special grant amounting to Tk 64.1 million (6.41 crore) for 7,100 teachers, students, and educational institutions across the country, reports BSS.

The recipients comprise 101 educational institutions, 250 teachers and staff, 4,047 secondary school students, and 2,702 students from colleges and universities, according to an official letter signed by Liuza-ul-Jannah, Deputy Secretary of budget section of the Secondary and Higher Education Department in Ministry of Education issued June 17.

The letter mentioned that the decision has been taken to distribute the money allocated in the "Special Grants" sector of the Secondary and Higher Education Department in the current fiscal year.

According to the decision, 101 educational institutions will be given a total of Tk 10.1 million, Tk 100,000 each, while 250 teachers and employees will be given Tk 30,000 each, totaling Tk 7.5 million.

Besides, a total of Tk 30 million has been allocated for 4,047 secondary school students with Tk 8,000 each, while 1,428 students of 11th and 12th grades will be given Tk 9,000 each totaling Tk 12 milllion.

In addition, 1,274 students of graduation and above will be given Tk 10,000 each, amounting a total of Tk 12.7million.

The letter also said that the allocated money will be distributed through the Bangladesh Post Department's digital financial service "Nagad".

The money of the educational institutions will be sent online to their respective bank accounts, while the money of teachers and employees and students will be sent directly to "Nagad" through mobile banking.

দিনকাল

স্কুল শিক্ষক বাবার ৬ সন্তানই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে একই পরিবারে অনেক মেধাবী সন্তান থাকতে পারে। তবে পরিবারের সব মেধাবী সন্তান এক সঙ্গে দেশের নামকরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে এমন নজির তেমন একটা শোনা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মীপুর জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের স্কুল শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহর ছয় ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে ব্যতিক্রম একটি নজির স্থাপন করেছে। এমন ব্যতিক্রম ঘটনায় খুশি এলাকাবাসীও। স্কুল শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহর বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার করইতোলা বাজার সংলগ্ন চর লরেঞ্চ গ্রামের মুসলিমপাড়া এলাকায়। ছায়েদ উল্লাহ ও তার সত্রী শামীমা বেগম সন্তানদের পড়াশোনার পিছনে নিজের সব সম্পত্তি ব্যয় করেও এখন খুশি । এমন মেধাবী সন্তানদের নিয়ে গ্রামবাসীরাও খুশি। ছায়েদ উল্লাহ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের দক্ষিণ ওয়াপদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন শিক্ষকতার পর এখন অবসর নিয়েছেন। সরেজমিনে গিয়ে কথা হয় শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহ সাথে তিনি জানান, তাঁর সবর্শেষ এবং ছোট ছেলে আরাফাত হোসেন চলতি ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে এ ইউনিউটে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া একমাত্র মেয়ে পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওমেন এন্ড জেন্ডার স্ট্যাডিজ বিভাগে।

এ নিয়ে একে একে শিক্ষক বাবার ছয় সন্তানের সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের মেধাবী সন্তানদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ছায়েদ উল্লাহ আরো জানান, শিক্ষকতার সৎ উপার্জন দিয়ে সন্তানদের মানুষ করতে পেরেছেন এতে খুশি তিনি। তিনি জানান, শুরুটা হয় ২০০৭ সালে। তার বড় ছেলে শামসুল আলম দিপু ২০০৭-০৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে ভালো ফলাফল নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এরপর ৩৫তম বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি চাকুরীতে যোগ দেন। পরে সে চাকুরি ছেড়ে যোগ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বর্তমানে তিনি সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটে পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর ২য় ছেলে শাজাহান সিরাজ আল মামুন ২০১০-১১ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তি হন। ২০১৬ সালে কৃতিত্বের সহিত লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে ছেলে মামুন। বর্তমানে শাজাহান সিরাজ আল মামুন কর্মসংস্থান ব্যাংকের চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। ৩য় ছেলে আশরাফুল ইসলাম শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ. গতে ভর্তি হয়ে ২০১৭ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সহিত প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। আশরাফুল ইসলাম শহীদ বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক শাখায় সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। চতুর্থ ছেলে শরীফুল ইসলাম বিজয় ২০১৬-১৭ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেছেন। তিনি এখন বিসিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শিক্ষক ছায়েদ উল্লাহ বলেন, আমার জীবনে প্রতিটি টাকা সৎ পথে উপার্জন করেছি এবং সৎপথে খরচ করেছি। আমার পাঁচ ছেলে এবং এক মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার গৌরব অর্জন করায় আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি দীর্ঘ ৩০ বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি, আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলাম। আমার ছেলে মেয়েরা কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচোর অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার গৌরব অর্জন করেছে, আমি আপনাদের সবার কাছে আমার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য দোয়া চাই।